দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 JAN 2013
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

৫০টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র চারটি নিজস্ব ক্যাম্পাস আছে -শিক্ষামন্ত্রী

□ স্টাফ রিপোর্টার

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাসসহ অন্যান্য শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, দেশে ৫০টিরও বেশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস রয়েছে। যাদের নিজস্ব ক্যাম্পাস নেই, তাদের অতিশীঘ্রগিরই ক্যাম্পাস তৈরি করতে হবে। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। গতকাল শনিবার রাজধানীর ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল

পৃঃ ১২ কঃ ১

শর্ত পূরণে ব্যর্থ

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

ইউনিভার্সিটির মিলনায়তনে উচ্চশিক্ষা: বাস্তবতা ও প্রতিবন্ধকতা শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি একথা বলেন।

নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, যদি আগামী প্রজন্মকে বিশ্বমানের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে না পারি তাহলে কেবল প্রথাগত শিক্ষায় আমরা উন্নতির লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো না। তাই কেবল ডিগ্রী অর্জনের শিক্ষা নয়, বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আর সে লক্ষ্যে পৌঁছতে সরকার গুণগত শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে। তবে অর্থনৈতিক সংকটের কারণে সম্ভব হয়ে উঠছে না। পর্যাপ্ত সম্মানী না পাওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যোগ্যতাসম্পন্নরা শিক্ষকতা করতে আগ্রহী হচ্ছে না। এজন্যই ভালো মানের ছাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। স্কুলে ছাত্ররা গড়ে না উঠলে উচ্চ শিক্ষায় ভাল মানের ছাত্র পাওয়া যায় না। প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ফলে শিক্ষকদের আগ্রহ সৃষ্টি হবে বলেন নাহিদ।

তিনদিনের আন্তর্জাতিক এ সম্মেলনের প্রথম দিনে দেশের এবং বিদেশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেছেন। সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যুক্তরাজ্যের প্রফেসর জন ড্যানিয়েল। প্রবন্ধে জন ড্যানিয়েল বলেন, প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব। প্রযুক্তির সাথে তাল মিলাতে না পারলে মানসম্পন্ন শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মান বৃদ্ধি করতে হবে। সেজন্য শিক্ষকদের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

এ সম্মেলনে চারটি সেশনে মোট ১২টি প্রবন্ধ এবং আটটি কনফারেন্স পেপার উপস্থাপন করা হবে। সম্মেলনে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাধুনিক শিক্ষার কলাকৌশল ও প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেয়া হবে।

সম্মেলনে কানাডা, আমেরিকা, ভারত ও মালয়েশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসররা আলোচনায় অংশ নেন। আগত শিক্ষকরা হলেন- কানাডার প্রফেসর ড. কালভিন কালমন, আমেরিকার অধ্যাপক ড. উইলিয়াম হোবাক, ভারতের অধ্যাপক ড. আর পি মোহান্তি, অধ্যাপক ড. সত্যেন্দ্র পাত্তনায়েক, অধ্যাপক ড. শ্রীরাম রঘুনাথন এবং মালয়েশিয়া থেকে আগত প্রফেসর ড. আবতার কউর, ড. রণজিৎ সিং মালহি, ড. ফরিদা ইব্রাহিম, প্রফেসর ড. রোজান ইদ্রুস।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ডিআইইউ) অ্যামিরেটাস অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম, ভিসি প্রফেসর ড. এম লুতফর রহমান, প্রফেসর ড. ইউসুফ এম ইসলাম ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ও ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মো. সবুর খান।